দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 30 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন ও স্থায়ী পরীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োজন

ভর্তি পরীক্ষা মানেই ভর্তি যুদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত সংখ্যক আসনে বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগীর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজের স্থান করে নেয়া সত্যিই গর্বের ব্যাপার। এজন্য এইচএসসি পরীক্ষার পর থেকেই ভর্তিচ্ছুদের ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হয়। কিন্তু প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তাদের সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ ভর্তি পরীক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার মতো গতানুগতিক নয়। এটা একটু ব্যতিক্রমধর্মী। অধিকন্তু একেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একেক নিয়মে/ পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। এখানেই অবশ্য স্বায়ত্তশাসনের স্বকীয়তা। কিন্তু এ স্বকীয়তারও স্থায়িত্ব আবশ্যক।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েরও রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা। ভর্তির মেধা স্কোর নির্ণয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অনেকটা মিল থাকলেও স্বকীয়তার ভিত্তিতেই মোট মেধা স্কোর নির্ণীত হয়। এখানে (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে) মোট মেধাস্কোর ১০০। যার ২০ পূর্ববর্তী পাবলিক পরীক্ষাসমূহের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট নিয়মে নির্ণীত হয়। আর বাকি ৮০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়। ভর্তি পরীক্ষার ৮০ নম্বরেই বিপত্তি। কারণ এখানে অনুষদভিত্তিক/ ইউনিটভিত্তিক পরীক্ষা হয় প্রতিটি বিভাগ আলাদাভাবে, আলাদা ধাঁচে পরীক্ষা নিয়ে থাকে। বিভাগগুলো ৮০ নম্বরের পরীক্ষা কিভাবে নেবে তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি নেই। ফলে বিবাগগুলো তাদের ইচ্ছেমতো পরীক্ষা নিয়ে থাকে। কোনো বিভাগে MCQ (Multiple choice Questions) পদ্ধতিতে, কোনো বিভাগে STQ (Short type Question) পদ্ধতিতে, আবার কোনো বিভাগে মিশ্র পদ্ধতিতে (MCQ ও STQ তে) পরীক্ষা হয়ে থাকে। এতেও আবার স্থায়ী কোনো নীতি নেই। এক সেশনে MCQ, পরের সেশনে মিশ্র বা STQ। অর্থাৎ যখন যা মনে চায়। অনেক বিভাগই এ নীতিতে পরীক্ষা নিচ্ছে। তাছাড়া বিষয়ভিত্তিক নম্বর বন্টন অভিন্ন ও স্থায়ী নয়। অনেক বিভাগ প্রতি বছরই বিষয়ভিত্তিক নম্বর বন্টনেও পরিবর্তন আনে। ফলে অনেকেই পদ্ধতিগত বিড়ম্বনার স্বীকার হয়, যা কোনোক্রমেই কাম্য হতে পারে না।

অধিকন্তু সরকারের সদিচ্ছা ও ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করায় এইচএসসির ফল প্রকাশের পর বেশ তাড়াতাড়িই ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। যা আগে হতো না বা সম্ভব ছিল না। ফলে কমে আসছে সেশনজট। অন্যদিকে ভর্তিচ্ছুরা পাচ্ছে প্রস্তুতির জন্য কম সময়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদ্ধতি, তীব্র প্রতিযোগিতা, স্বল্প সময় ইত্যাদি তো রয়েছেই। সেইসঙ্গে অনির্ধারিত, দ্রুত ও নিয়ত পরিবর্তনশীল পদ্ধতি ভর্তিচ্ছুদের করে আতঙ্কগ্রস্ত।

আর তাই প্রয়োজন অনুষদ ভিত্তিক বা ইউনিট ভিত্তিক স্থায়ী পরীক্ষা পদ্ধতি। স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে MCQ পদ্ধতির জনপ্রিয়তা সর্বত্র। তাই এটিও বিবেচনার জোর দাবিদার। আর বিষয়ভিত্তিক হলে অভিন্ন, স্বচ্ছ, স্থায়ীনীতি সম্পন্ন ও অধিক গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি আবশ্যক। অতএব, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রহণযোগ্য বাস্তবতা, দূরদর্শিতা ও স্বচ্ছতার প্রতিফলন ঘটাবেন, পরিশেষে এটাই প্রত্যাশা।

মোঃ শরিফ উল্লাহ,
লতিফ হল,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।